শূন্যে হাত সাধখানি

নিমজ্জিত মুখখানি রক্তের প্লাবনে ডুবে একা কোথায় যে যায়
কারো চোখে পড়ে না তা, শুধু দূরে অজস্র অসংখ্য নৌকা কার অপেক্ষায়
দীর্ঘকাল সময়ের প্রমার ভিতরে থেকে সাদা হাত শূন্যে তুলে ডাকে,
রক্তের প্লাবনে ডুবে মুখখানি সারাবেলা আপনার ছায়াখানি দেখে।

কি আর দেখার আছে ! সূর্যালোক অবগাঢ় প্রসন্ন প্রবাহে আহা দিন
কত ধীর ছিল আলো ছিল সারামুখে, পাখি ডেকে উঠেছিল তৃপ্তিহীন
বসন্তের বনে, দিন রূপবতী, ফুলে সমাচ্ছন্ন পর্যাপ্ত পৃথিবী,
কোথাও যাওয়ার ছিল উৎসব আসন্ন ছিল, ভুলে গেছে ভুলে গেছে সবই।

সকল প্রয়াস ভুলে দিক-পরিবর্তনের অমোঘ নিয়মে পথ ফেলে
চলে গেছে অভিজ্ঞতা, মহৎ ব্রতর মত বর্ণহীন নৌকাগুলি জলে
আঁধানের ফেরানো মুখ, রক্তের নিথরে ডুবে বেলাতটে সন্ধ্যার আলোয়
নিমগ্ন মনের মতা সমাধিস্থ, কার কথা ভাবে আহা, সকল সময় !

চন্দ্রমল্লিকার মত শূন্যে হাত সাবধানি আজনম সোহাগ - লালিত
অন্ধকারে ম্লান হল, লুপ্ত হল মহাশূন্যে মজ্জমান নক্ষত্রের মতো।

অশোক পালিত